যুগান্তর

তারিখ : 12. OCT. 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সরকারি হল ঢাকার দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকার নবাবগঞ্জের দোহার-নবাবগঞ্জ (ডিএন) কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। ঢাকা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপির নিরন্তর প্রচেষ্টায় দোহার ও নবাবগঞ্জের লাখ লাখ মানুষের স্বপ্নপূরণ হল। ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটি সরকারি হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠ জাতীয়করণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাবেক মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি সালমা ইসলাম এমপির কৃতজ্ঞতা

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজের সঙ্গে দেশের আরও ২২টি কলেজ এ দফায় সরকারি হয়েছে। এ সংক্রান্ত আদেশ রোববার জারি করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ভালো ফল, স্কুলের সম্পদ, তহবিল, পাসের হার, শিক্ষকের যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি দোহারের জয়পাড়া কলেজ এবং নবাবগঞ্জের দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ জাতীয়করণের সুপারিশ করেন। সে অনুযায়ী

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

সরকারি হল ঢাকার দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উল্লিখিত দুই কলেজকে তালিকার এক নম্বরে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাবও পাঠানো হয়।

জয়পাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, তাদের কলেজটি জাতীয়করণের ব্যাপারে খোদ প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু কোনো মানদণ্ড অনুসরণ না করে এবং দোহারের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অবমূল্যায়ন করে পদ্মা কলেজ সরকারি করা হয়। বাদ যায় জয়পাড়া কলেজ। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি মহল প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয়রা জানান, পদ্মা কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা খুবই কম।

প্রতিষ্ঠানটিও অপেক্ষাকৃত নতুন। পাসের হারও জয়পাড়া কলেজের মতো নয়। মন্ত্রণালয়ের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, দোহার থানায় যে কটি কলেজের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে জয়পাড়া কলেজের ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ ছিল। এ কারণে এ কলেজের নাম এক নম্বরে রাখা হয়। মানদণ্ড অনুযায়ীও এটি সর্বোচ্চ গ্রেড (নম্বর) পেয়েছিল।

এতকিছুর পরও জয়পাড়া কলেজ সরকারি না হওয়ার ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয়রা। তারা এ ব্যাপারে দোহারে পরিদর্শন টিম পাঠানোরও আহ্বান জানিয়েছেন।

এর আগে আরও দুই দফায় ২৬৩ কলেজ সরকারি হয়েছে। এ নিয়ে তিন দফায় মোট ২৮৬টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ হল। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে সরকারি কলেজ নেই এমন ৩২১টি উপজেলা বাছাই করে। এ হিসাবে আরও ৩৫টি কলেজ সরকারি হতে পারে বলে জানা গেছে।